দৈনিক খবর

তারিখ 31 MAY 1991
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

233

উপাচার্যকে ঘেরাও ।। বিদ্যুৎ-টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ৩০শে মে।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না খুলতে পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হয়ে পড়েছে। ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীরা আজ বেলা আড়াইটা থেকে উপাচার্যকে তার কার্যালয়ে ৭ ঘন্টা ঘেরাও করে রাখে এবং সেখানে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

জানা গেছে, ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীরা আজ বেলা আড়াইটা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে পদত্যাগে বাধ্য করানোর জন্যে ঘেরাও করে রাখে। তার সঙ্গে সহকারী প্রোক্টর ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী চৌধুরীও ঘেরাও ছিলেন। আজ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সিন্ডিকেট সদস্যদের নিয়ে একটি গাড়ী বেলা ২টা ৪০ মিনিটে প্রশাসনিক ভবনে পৌছলে

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেটাও বিক্ষুব্ধ শিবির কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়। অবশ্য প্রোক্টরের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে টিচার্স লাউঞ্জে কয়েকজন শিক্ষকও আটকা পড়েন। অপরদিকে চাকসু ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সার্কিট হাউজে আজ রাতে যোগাযোগমন্ত্রীর সাথে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। জানা গেছে, আজ সিন্ডিকেটের বৈঠকে শিবিরের ৫ জন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদনের কথা ছিল। সম্ভবতঃ এটাকে ঠেকানোর জন্যে শিবির আজ এই কর্মসূচী নিয়েছিল। যদিও বাহ্যিকভাবে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবীই ছিল মুখ্য।

ইসলামী ছাত্র শিবির কর্তৃক উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনের পদত্যাগ দাবী এবং পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আক্রমণ, ১ জনের প্রাণহানি ও বহু আহত হওয়ার ঘটনার পর গত ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ ৪ মাস বন্ধ থাকার পর গত মাসে খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে তা স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে উপাচার্যকে অপসারণের বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনাও হয়েছে। চলতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ইসলামী ছাত্র শিবির পুনরায় উপাচার্যের পদত্যাগের দাবী নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তারা এই দাবীতে ক্যাম্পাসে প্রতিদিন মিছিল-সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে।